কমিক খুনি

মনোয়ারুল ইসলাম

প্রজন্ম
মুক্তচিন্তায় স্বাধীনতা
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন: ০১৫৭২ ৪১০ ০১৮
www.projonmo.pub

ক্রমিক খুনি

প্রকাশকাল: সেপ্টেম্বর ২০২১
প্রচ্ছদ: সজল চৌধুরি

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com/projonmo
amaderboi.com/projonmo

প্রজন্ম পাবলিকেশনের পক্ষে আহমদ মুসা ও ওয়াহিদ তুষার কর্তৃক ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ থেকে প্রকাশিত; তানভীর প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।

Kramic Khuni by Monowarul Islam
Published by Projonmo Publication
Copyright © Monowarul Islam
ISBN: 978-984-95878-1-1

লেখকের কথা

মানুষের জীবনে নানা ধরনের ঘটনা ঘটে। সেইসব ঘটনা কখনো সুখকর হতে পারে, আবার হতে পারে চরম অপ্রীতিকর। প্রতিদিন দেশ বিদেশে বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। তার মাঝে কিছু ঘটনা আমাদেরকে অবাক করে দেয়, কিছু হাসায়, কিছু কাঁদায় আবার কিছু আমাদের স্তব্দ করে দেয়, নির্বাক করে দেয়। স্তব্দ করে দেওয়া ঘটনাগুলোর মাঝে অন্যতম হলো সিরিয়াল কিলিং বা ক্রমহত্যা।

বিশ্বে প্রচুর ক্রমিক খুনিদের তথ্য পাওয়া যায়। যাদের কার্যকলাপে যে কেউ চমকে উঠবে। তাদের কাছে মানুষ খুন করা নেশা। ক্রমিক খুনিদের বেশিরভাগের তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে তারা শৈশব থেকেই অপ্রীতিকর পরিবেশে বেড়ে উঠেছে, আবার কেউ-বা হয় প্রেমে প্রত্যাখ্যাত, কেউ কেউ লোভের বশবর্তী হয়েও মানুষ খুন করা শুরু করে। সিরিয়াল কিলারদের মধ্যে কিছু ব্যাপারে বেশ মিল লক্ষ্য করা যায়—তাদের শিকারের অনেকেই হয় অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে, নারী, বাস্তুহীন গরীব মানুষজন।

সিরিয়াল কিলিং এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই বলেছে—"ক্রমিক খুনিরা ক্রোধের বশবর্তী হয়ে, রোমাঞ্চকর অনুভূতির খোঁজে, আর্থিক লাভ কিংবা মনোযোগ আকর্ষণের জন্য খুন করে।"

একজন সিরিয়াল কিলার নির্দিষ্ট সময় পরপর একই উদ্দেশ্যে একই উপায় অবলম্বন করে মানুষ খুন করে মানসিক প্রশান্তির জন্য। ক্রমিক খুনিদের শিকারের সংখ্যা সাধারণত তিনের অধিক হয়। ক্রমিক খুনিদের বেশিরভাগই একাকী জীবন যাপন করে, আবার কেউ কেউ সমাজের সবার সাথে মিশে থাকে সরলতার মুখোশ পরে। এইসব খুনিরা প্রখর বুদ্ধিসম্পন্ন হয়ে থাকে।

ক্রমিক খুনি এবং সাধারণ খুনি এদের মাঝে বেশ তফাৎ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ খুনিরা খুন করে অনুতপ্ত হয়, এবং বেশিরভাগ সময়ই সাধারণ মানুষ ক্রোধের বশবর্তী হয়ে খুনি হয়; অন্যদিকে ক্রমিক খুনিরা দিনের পর দিন মানুষ খুনের নেশায় মেতে থাকে। এবং এই খুনগুলো করে সে মানসিক শান্তিতে ভোগে, তার মাঝে মানুষ মারার জন্য কোনো অনুশোচনা হয় না।

এই বইটি লেখা হয়েছে সেইসব বিকৃত মস্তিষ্কের মানুষদের নিয়ে, যারা ইতিহাসে সিরিয়াল কিলার নামে পরিচিত। বইটিতে কুখ্যাত সিরিয়াল কিলারদের জন্ম-মৃত্যু, শৈশব-কৈশোর, যৌন জীবন, খুনের রেকর্ড, শাস্তি ইত্যাদি উল্লেখ করা হয়েছে। আমি আশা করি, বইটি পড়ে সাধারণ মানুষজন ভয়ঙ্কর খুনিদের সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা পাবে এবং সচেতন হবে। কারণ, সচেতনতাই পারে নিজেকে ও সমাজকে নিরাপদ রাখতে এবং সুন্দরের দিকে এগিয়ে নিতে। বইটি কোনোভাবেই খুনিকে সমর্থন করে না, অস্বাভাবিক যৌনাচারকে সমর্থন করে না। মানুষ তার বিবেক দ্বারা পরিচালিত হয়। সুস্থ মানসিকতার বিবেকবান মানুষ বইটি পড়ে সচেতন হবেন, আশেপাশের মানুষদের ক্রমিক খুনিদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে বলবেন।

গ্রন্থটি রচনায়, তথ্য সংগ্রহ করতে আমি বিভিন্ন জার্নাল ও ওয়েবসাইটের সাহায্য নিয়েছি। এর মধ্যে উইকিপিডিয়া, মার্ডারপিডিয়া, আনন্দবাজার পত্রিকা, নিউইয়র্ক টাইমস, বিবিসি, সিএনএন, সমকাল, প্রথম আলো, রোর বাংলা, দেশ রূপান্তর, এনটিভি নিউজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমি এই সংবাদ মাধ্যমগুলোর কাছে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

মনোয়ারুল ইসলাম
মার্চ ১৯, ২০২০

দায় স্বীকার

ক্রমিক খুনি বইটিতে বিভিন্ন মাধ্যম হতে তথ্য সংগ্রহ করে যাচাই-বাছাই করে উপস্থাপন করার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমি করেছি, তারপরেও তথ্যগত কিছু ভুল থাকতে পারে। বইটিকে শতভাগ মৌলিক বলার দুঃসাহস আমি করছি না, তবে বইটি রচনায় আমার অক্লান্ত পরিশ্রম অস্বীকার করার সুযোগ নেই। খুনিদের নাম লেখা হয়েছে ইংরেজি উচ্চারণ এবং বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, তাই এখানেও ভুল থাকতে পারে। এইসব ভুল ত্রুটি নিজগুণে ক্ষমা করবেন প্রিয় পাঠক।

সিরিয়াল কিলারদের ছবি বিভিন্ন মাধ্যম থেকে সংগৃহীত, কোনো কোনো খুনির কল্পিত ছবি ব্যবহার করা হয়েছে; উহদাহরণ—জ্যাক দ্য রিপার। লেখক ও প্রকাশক কেউই ছবিগুলোর দাবী রাখেন না। এই বইটি সিরিজ আকারে প্রকাশিত হবে। সিরিজের প্রথম পর্ব—ক্রমিক খুনি।

মনোয়ারুল ইসলাম
মার্চ ১৯, ২০২০

বইটিতে কোনোভাবেই অপরাধকর্মকে উৎসাহিত করা হয়নি। আশা করছি বইটি ক্রমিক হত্যাকারীদের আচরণ বোঝার ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নূন্যতম হলেও ধারণা দিবে এবং তাতে সাধারণ মানুষ সতর্ক হতে পারবে। শুধুমাত্র প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য এই বই। দূর্বল চিত্তের মানুষজনকে বইটি পড়তে অনুৎসাহিত করছি।

মনোয়ারুল ইসলাম
মার্চ ২০, ২০২০
বাসাবো, ঢাকা

সূচিপত্র

লেখকের কথা.....৩

পুরুষ ক্রমিক খুনি

- জন ওয়েইন গেসি.....১৩
- জেফরি ডাহমার.....১৬
- লুইস গারাভিতো.....১৯
- গ্যারি রিজওয়ে.....২১
- জ্যাক দ্য রিপার.....২৩
- থিওডোর রবার্ট বান্ডি.....২৫
- এড গেইন.....২৭
- জাভেদ ইকবাল.....২৮
- রিচার্ড চেজ.....৩১
- জন জর্জ হেই.....৩৩
- মিখাইল পপকভ.....৩৪
- আনাতোলি ওনোপ্রেইংকো.....৩৬
- অ্যালবার্ট ফিশ.....৩৮
- পেদ্রো লোপেজ.....৪০
- ডাঃ হ্যারল্ড শিপম্যান.....৪২
- হারমান ওয়েবস্টার মাজেট.....৪৪
- পেদ্রো রদ্রিগেস.....৪৫
- কার্ল ডেনকে.....৪৭
- আলেকজান্ডার সলোনিক.....৪৯

- এডমুন্ড কেম্পার ৫০
- রসু খাঁ ৫১
- আন্দ্রে চিকাতিলো ৫৩
- ঠগ বাহরাম ৫৫
- মার্সেলো কস্তা ডি আন্দ্রাদে ৫৬
- রমন রাঘব ৫৭
- পল জন নোলস ৫৯
- রমজান আবদেল রেহিম মনসুর ৬০
- ব্রুস জর্জ পিটার লি ৬১
- জিল দ্য রাই ৬৩
- সিড্রিক মাকে ৬৫
- টিয়াগো হেনরিক গোমেজ দ্য রোচা ৬৬
- রবার্ট হ্যানসেন ৬৮
- উইলিয়াম বোনিন ৭০
- চার্লস কালেন ৭১
- আর্ল নেলসন ৭৩
- ডেনিস রাডার ৭৫
- বাবু শেখ ৭৭
- প্যাট্রিক কার্নি ৭৯
- স্যামুয়েল লিটল ৮১
- জেরি ব্রুডোস ৮৩
- দানিয়েল কামারগো বারবোসা ৮৫
- কানপাতিমার শঙ্করিয়া ৮৭
- ইয়াং শিনহাই ৮৮
- ফ্লোরিভাল্ডো ডি অলিভেরা ৮৯

- রবার্ট পিকটন ৯০
- আলেকজান্ডার পিকুশকিন ৯১
- আহমদ সুরাদজি ৯৩
- মোজেস সিথোল ৯৫
- সেরহি টিকাচ ৯৭
- মোহাম্মেদ মেসফেউই ৯৯
- ডেবিড সিমেলেন ১০০

নারী ক্রমিক খুনি

- এলিজাবেথ বাথরি ১০৩
- বেল গানেস ১০৫
- মেরি অ্যান কটন ১০৬
- অ্যামেলিয়া ডায়ার ১০৭
- ক্লেমেন্টিন বার্নাবেট ১০৮
- তামারা স্যামসোনোভা ১১০
- ইলসে কখ ১১২
- ভেরা রেনসি ১১৩
- ডাগমার ওভারবাই ১১৪
- জেন টপ্পান ১১৫
- ক্যাথরিন মেরি নাইট ১১৬
- রোজমেরি পলিন ১১৮
- জেনেন জোন্স ১১৯
- লিওনার্দা সিয়ানসিউলি ১২০

পুরুষ ক্রমিক খুনি

জন ওয়েইন গেসি

জন ওয়েইন গেসি (John Wayne Gacy) জন্মগ্রহণ করে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ১৯৪২ সালে। ছোটবেলায় গেসির দৈহিক গঠন ছিল হালকা-পাতলা, তার সাথে তার বাবার সম্পর্ক ছিল খুব খারাপ। গেসির বাবা তাকে "বোকা" বলে ডাকতেন এবং সময়ে অসময়ে প্রচণ্ড শারীরিক নির্যাতন করতেন, প্রায়ই তিনি গেসিকে বেল্ট ও ঝাড়ু দিয়ে প্রহার করতেন। গেসি তার বাবার চোখে কখনোই ভালো ছেলে ছিল না, কিন্তু সে তার বাবাকে অনেক ভালোবাসত; কখনোই ঘৃণা করত না।

"The Killer Clown" হিসেবে পরিচিত এই ক্রমিক খুনি তার পরিচিত জগতে ছিল একজন ভালো স্বামী ও একজন ভালো পিতা। এই খুনি কত লোককে তার জীবদ্দশায় হত্যা করেছে তার সঠিক হিসেব জানা যায়নি।

১৯৬৮ সালে John Wayne Gacy-এর অন্ধকার অধ্যায় প্রকাশ পায় ডোনাল্ড ভুরহিজ নামক কিশোরকে যৌন নির্যাতন করার জন্য, তখন তার দশ বছরের সাজা হয়। জেলে তার আচরণ ছিল খুব ভালো। এই ভালো আচরণের

জন্য গেসির সাজা কমে যায়, মাত্র ১৮ মাস সাজা কাটিয়ে সে জেল থেকে ছাড়া পায়। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরপরই গেসি বিয়ে করে। কিন্তু কিছুদিন পরই তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়, কারণ তার বউ জেনে যায় যে তার স্বামী একজন সমকামী। গেসি "Pogo the Clown"-এর পোষাক পরে বাচ্চাদের পার্টি ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে কাজ করত, তাই খুব দ্রুতই সমাজে জনপ্রিয় এবং প্রতিবেশীদের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছিল এই ক্রমিক খুনি। ব্যক্তিজীবনে গেসি একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবেও বেশ সুনাম করেছিল।

জন গেসি প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটায় ১৯৭২ সালে, এবং গ্রেফতার হবার আগ পর্যন্ত সে ৩৩ জনকে হত্যা করেছে বলে জানা যায়। মৃতদেহগুলোর মাঝে গেসি তার বাড়ির বাগানে পুঁতে দিয়েছে ২৬ জনকে, চারজনের মৃতদেহ নিকটবর্তী প্লেইনস নদীতে ফেলে দিয়েছে এবং বাকি তিনজনের মৃতদেহের খবর অজানা রয়ে গেছে। ১৯৭৮ সালে ২১ ডিসেম্বর গেসিকে গ্রেফতার করা হয় কিশোরী রবার্ট পাইস্ট নিখোঁজ হবার ঘটনায়। তেত্রিশটি খুনের জন্য তাকে দোষী সাবস্ত্য করে অভিযোগ আনা হয়, যা সেই সময়ে আমেরিকার ইতিহাসে একজনের বিরুদ্ধে আনা সর্বোচ্চ অভিযোগ। এই হত্যাকাণ্ডের মধ্যে ১২টির জন্য গেসিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। ১৯৯৪ সালের ১০ই মে এই খুনির মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয় প্রাণঘাতী ইঞ্জেকশনের দ্বারা।

গেসি তার শিকার হিসাবে টোকাই, পুরুষ যৌনকর্মী ও বাচ্চা ছেলেদের বাছাই করত। তার হত্যাকাণ্ডের কৌশল ছিল জাদু দেখাবার অজুহাতে শিকারের হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়ে অত্যাচার করা। গেসি এই কৌশলকে "handcuff trick" হিসেবে উল্লেখ করেছে। সে তার শিকারদের অজ্ঞান করে গাড়িতে তুলত, তাদের বাসায় এনে নির্যাতন ও রেপ করত এবং সবশেষে হত্যা করত। এই খুনির ছিল এক অদ্ভুত শখ, সে ভিক্টিমদের হাড়গোড় সংগ্রহ করত।

গেসি গ্রেফতার হবার পর তার বেসমেন্টে সাজিয়ে রাখা অসংখ্য হাড়গোড় পাওয়া যায়। যদি এই সব হাড়গোড় তার শিকার করা মানুষের হয়ে থেকে

তাহলে হিসাব মতে সে ৩৯৫ জনকে হত্যা করেছে বলে অনুমান করা যায়। গোয়েন্দারা যখন তদন্ত করছিল গেসিকে নিয়ে তখন সে নিজেই দুজন গোয়েন্দাকে রেস্তোরায় খাবারের জন্য আমন্ত্রণ জানায় এবং তাদের সাথে কথোপকথনের এক পর্যায়ে সে মন্তব্য করে এইভাবে, "You know… clowns can get away with murder".

জন গেসির এই খুনে জীবন নিয়ে অসংখ্যা বই রচনা হয়েছে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য—

১. Killer Clown: The John Wayne Gacy Murders, by Terry Sullivan and Peter T. Maiken
২. The Chicago Killer, by Joseph R. Kozenczak and Karen M. Kozenczak

বেশ কিছু সিনেমা ও টিভি সিরিজ করা হয়েছে এই কুখ্যাত খুনির জীবন অবলম্বনে—

১. The horror film 8213: Gacy House
২. To Catch a Killer
৩. Killer Clown: John Wayne Gacy

জেফরি ডাহমার

জেফরি ডাহমার (Jeffrey Dahmer) হলো আমেরিকার ইতিহাসে সবচেয়ে নৃশংস এবং ঘৃণ্যতম ব্যক্তি, যে "মিলওয়াকি ক্যানিবল" বা "মিলওয়াকি মনস্টার" নামে পরিচিত ছিল। ডাহমারের শিকার সংখ্যা অনুমান করে বলা হয় কমপক্ষে ১৭ জন। ১৯৬০ সালে জন্ম নেওয়া জেফরি ১৯৭৮ থেকে ১৯৯১ সালের মধ্যে অধিকাংশ হত্যাকাণ্ডগুলো ঘটায়। সে আঠারো বছর বয়সেই প্রথম হত্যাকাণ্ডটি ঘটায়। এই নিষ্ঠুর খুনি মানুষকে নিজের বাসায় নিয়ে অত্যাচার করত, হত্যা করত এবং মৃতদেহের সাথে সহবাস করত; তারপর শরীর ব্যবচ্ছেদ করে নরমাংস ভক্ষণ করত। পুলিশ তাকে প্রথম গ্রেফতার করে ১৯৮৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বরে একটি যৌন হয়রানির অভিযোগে। বিচারে তার মাত্র এক বছর সাজা এবং মানসিক স্বাস্থ্যের চিকিৎসা দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। একবছর সাজা ভোগের পরেই কিন্তু জেফরি ডাহমার পুনরায় হত্যাযজ্ঞে মেতে ওঠে নতুন উদ্যমে। এই সময় সে আরও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে।

১৯৯১ সালে ২৭ মে সিন্থাসোমফোন নামের এক চৌদ্দ বছরের বালককে নগ্ন ও আহত অবস্থায় পাগলের মতো রাস্তায় ঘোরাফেরা করতে দেখে পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে, আর এই জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে তারা ডাহমারের নাম জানতে পারেন। পুলিশ ঘটনা শুনে ডাহমারের কাছে এ বিষয়ে জানতে চাইলে